কৃতজ্ঞতা

আমার পিতা বাবলু কুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়ায় বাড়িতে বরাবরই পড়াশোনার একটা পরিবেশ বজায় ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই পাঠ্য-অপাঠ্য সকল শ্রেণির বই নির্বিচারে পড়ে ফেলতাম । বয়সের কোনো বাছবিচার করতাম না। এভাবেই সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় এক দুপুরে হাতে পাই 'লালসালু' উপন্যাসটি । বাবার পুরোনো বই হওয়ায় উপন্যাসটির মলাট ছেঁড়া ছিল। তাই উপন্যাসের নাম জানতে পারলেও লেখকের নাম জানা ছিল না। প্রথমে এ নিয়ে না ভাবলেও পুরো উপন্যাসটি পড়ে লেখকের নাম জানার খুব আগ্রহ তৈরী হয়। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি লেখকের নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিয়ে এটাই আমার প্রথম জিজ্ঞাসা ।

কিন্তু আমার সেই জিজ্ঞাসা ছিল নিছকই এক কৌতূহল । কোনো তথ্য বা তাত্ত্বিক আলোচনার তাগিদ সেদিন অনুভব করিনি। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়ার সময়ে পুরোনো সেই কৌতূহল নতুন করে যার সান্নিধ্যে ও প্রেরণায় জেগে ওঠে তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. উৎপল মন্ডল মহাশয় । এই গবেষণাকর্ম তত্ত্বাবধানের কাজে তাঁর প্রয়োজনীয় মূল্যবান নির্দেশ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রেরণা আমার জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। তাঁর কোমল-কঠোর স্নেহপূর্ণ সাহচর্যে আমি এই গবেষণার কাজটি শেষ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি যদি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাকে নির্দেশ দিয়ে কাজ না করিয়ে নিতেন তবে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ হতে আরও দীর্ঘ সময় লেগে যেত। তিনি চির নমস্য এক ব্যক্তিত্ব আমার কাছে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আরেক অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের প্রতি । যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রারম্ভেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন নম্বর নয় জ্ঞানের পেছনে ছোটো । তাঁর সেই উপদেশকে আমি আমার জীবনের পাথেয় করে নিয়েছি। তাঁর প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম । এছাড়া আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. মন্জুলা বেরা মহাশয়া, অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়, অধ্যাপক ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়, অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয় এবং অধ্যাপক ড. তপন কুমার মন্ডল মহাশয়কে ।

পিতৃঋণ-মাতৃঋণ অপরিশোধ্য । আমার পিতা -মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি বরাবরই আমাকে গবেষণার ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেছেন । আমার প্রয়োজনে যখন যে বই লেগেছে বাবা এনে দিয়েছেন । এছাড়া আরো একজনের কাছে আমি চিরঋণী । তিনি আমার স্বামী তুষার শুভ্র মন্ডল । আমার গবেষণা আভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আমি যতটা পরিশ্রম করেছি তার চেয়েও অধিক পরিশ্রম তিনি করেছেন আমাকে পড়াশোনার সুযোগ দিতে গিয়ে । ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনেও তিনি আমার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন । আবার আমার সহকর্মী তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার সাহা মহাশয় যেভাবে আমাকে নানা সময়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ছুটি দিয়ে বাধিত করেছেন তাতে আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ দিয়ে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা । এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. রফিকউল্লাহ খান মহাশয় এবং আমার সহকর্মী শ্রীমতি জাস্মিন নাহার বেগম মহাশয়াকে ।

বিশেষ ব্যক্তিত্ব ব্যতিত যে সকল গ্রন্থাগার আমাকে নানা গ্রন্থ ও নানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এর কথা। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, রায়গঞ্জ জেলা গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। এছাড়া যাদের কথা না বললেই নয়, সেই অনুজ প্রতীম সম্রাট দাস ও ভাতৃপ্রতীম সুজিত রায়, যাদেরকে আমি বিভিন্ন সময়ে-অসময়ে বার বার বিরক্ত করলেও তারা তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। বিশেষভাবে সুজিত রায় যত দ্রুত আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি সংশোধন ও অবয়ব দান করেছেন তাতে আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। এছাড়াও তাঁদের সকলকেই আমি আমার ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন ।

তারিখ ২৬-০৪-২০১৬

কামনা মজুমদার

কামনা মজুমদার